BAJAJ Allianz
National Insurance Purulia Branch
Under Premium Point
NEW SAI AGENCY
9434880350 (Premangsu),
Office : 03252-357138 (10 am to 6pm.)
All Types of R.T.O. Online Service Done Here
(Court Road, Near M.M. High School)
Purulia-723101 (W.B)
(All types Vechicle Insurance, Driving Licence & Tax Done Here)

মানুষের আপসহীন সহযোদ্ধা

রাঙামাটি সংবাদ

পুরুলিয়া

প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র

Joy Maa Tara
বিশ্বাসের আর একমাত্র নাম...
মহারাজা ক্যাটারার
Prop : Ujjal Chakraborty
Nadiha, Purulia
(Near Fan House)
Mob. : 8945005456 / 8293829200

RNI Regn. No.-WBBEN/2020/80164
E- Mail:news@rangamatisangbad.com
website:www.rangamatisangbad.com

Vol - 4 ৪র্থ বর্ষ Issue 16 সংখ্যা ১৬ 5 Decemmber 2023 ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ 18 Agrahayan 1430 ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ Tuesday মঙ্গলবার Price Rs. 2.00 মূল্য ২.০০ টাকা

প্রতিটি দপ্তরে দ্রুত অতিরিক্ত কর্মীর তালিকা তৈরির নির্দেশ পৌরপ্রধানের

কর্মী ছাঁটাই নিয়ে গা বাঁচাতে ব্যস্ত কাউন্সিলাররা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বিভিন্ন দপ্তরের 'অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয়' কর্মী ছাঁটাই যে ভবিষ্যতেও জারি থাকতে চলেছে সোমবার তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে পুরুলিয়া পৌর কর্তৃপক্ষের তরফেও। সোমবার পুরুলিয়া পৌরসভায় একটি বৈঠক হয়। পৌরপ্রধান ছাড়াও পৌরসভার কাউন্সিলাররা, সিআইসি, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে এই বৈঠক হয়েছে বলে পৌরসভা সূত্রে খবর। বৈঠকে কাউন্সিলার, সিআইসি এমনকি দপ্তরের আধিকারিকদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কতজন অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কর্মী রয়েছেন তার তালিকা দ্রুত তৈরি করতে বলেছেন পৌরপ্রধান বলে পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, বৈঠকে এদিন পৌরপ্রধান মিউটেশন দপ্তরের উদাহরণ টেনে বলেন, মিউটেশন এখন অনলাইন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং একজন কম্পিউটার অপারেটরের বা অনলাইন কাজে পটু এ রকম টেকনিক্যাল লোকের প্রয়োজন এই মুহূর্তে ওই দপ্তরে অনেক বেশি। কিন্তু বহু খোঁজার পরও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ছাড়া ওইসব দপ্তর গুলিতে টেকনিক্যাল লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। পৌরসভা সূত্রে আরও খবর, এদিন বৈঠকে পৌরপ্রধান উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে রীতিমতো অভিযোগের সুরে বলেন, পৌরসভার বিভিন্ন দপ্তরে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র চা, জল পৌঁছনোর লোকই ৬-৭ জনের উপর। যার কোনও প্রয়োজনই নেই। এদিন সকালে পৌরপ্রধান নবেন্দু মাহালী পত্রিকার প্রতিনিধিকে জানান, তিনি প্রথম পৌরসভার দায়িত্ব নিয়েই বিভিন্ন দপ্তরের পৌরকর্মীদের একটি ডাটাবেস তৈরি করেন। আগের এ সব অস্থায়ী কর্মীদের আধার কার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ছাড়া আর কোনও নথিই পৌরসভায় মজুত ছিল না, ছিল না কোনও তালিকাও। পৌরপ্রধান বলেন, ডাটাবেস তৈরি করার পরই বিভিন্ন দপ্তরে বিপুল সংখ্যায় অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের বিষয়টি নজরে আসে।

নবেন্দুবাবু আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এবং রাজ্যের পুরমন্ত্রী সরাসরি জানিয়েছেন, ফাইনান্স কমিশনের অ্যাপ্রুভেল ছাড়া কোনও পৌরকর্মীর বেতন সরকার দেবে না। (পৃ. ২)

২০১০ থেকে ধাপে ধাপে নিয়োগ : মিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ সম্প্রতি পুরুলিয়া পৌরসভায় কর্মী ছাঁটাই বিষয়ে সোমবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন পৌরসভার তিনবারের প্রাক্তন বাম কাউন্সিলার মিতা চৌধুরী। মিতা চৌধুরী পুরুলিয়া পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডে টানা তিনবার কাউন্সিলার ছিলেন। সোমবার পৌরসভার কর্মী ছাঁটাই বিষয়ে তিনি বলেন, ২০১০ সালে যখন তারকেশবাবুর নেতৃত্বে তৃণমূল প্রথম বোর্ড গঠন করে তখন থেকেই প্রত্যেক বোর্ডে ভুরি ভুরি কর্মী নিয়োগ হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে। মিতা দেবীর আরও দাবি, তিনি সে সময়ই এর প্রতিবাদ করেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতির আগেভাগেই আঁচ করে সে সময়ই তিনি বলেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত একদিন পৌরসভার মাথায় বোঝা হবে। তিনি আরও বলেন, একমাত্র বামপন্থী কাউন্সিলার হওয়ার জন্য তাঁর কথার কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মিতা চৌধুরীর আরও বক্তব্য, তাঁর প্রস্তাব ছিল অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ না করে নিযুক্ত কর্মীদের বেতন ও একইসঙ্গে কাজের সময়ের বৃদ্ধি করে পরিষেবার গুণগত মান বাড়ানো।

ভয়াবহ ব্যাকটেরিয়া, বন্ধ এসএনসিইউ বিভাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজের স্পেশাল নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট বা এসএনসিইউতে ভয়াবহ "ক্লসট্রিডিয়াম টিটেনি" ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ এসএনসিইউ-এর ভেতরের নমুনা পরীক্ষা করে এই ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পায়। ওই রিপোর্ট হাতে আসার পরই নড়ে চড়ে বসে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। তড়িঘড়ি পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজের সদর হাসপাতাল ক্যাম্পাসে থাকা এই বিভাগ আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই গোটা ইউনিট চত্বর পরিশোধনের পর ফের পরীক্ষা করা হবে। তারপরই পুনরায় তা চালু করা হবে বলে মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা সদ্যোজাতদের পরিচর্যার জন্য নিউনোটাল ইউনিটেই এসএনসিইউ এর মতো পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়েছে বলে দাবি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের।

পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল জেলা হাসপাতাল থাকাকালীন সেখানে এসএনসিইউ বিভাগ শুরু হয়। এই বিভাগ দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করে সুনাম অর্জন করেছে। পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ডেরও অনেক রোগী সদ্যজাতদের চিকিৎসার জন্য এখানে আসেন। এই বিভাগে দীর্ঘদিন চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার পর সুস্থ হয়ে শিশুদের বাড়ি ফেরার নজিরও অনেক রয়েছে। ওই ওয়ার্ডে ৩২ টি বেড থাকলেও অধিকাংশ সময় রোগী সংখ্যার চেয়ে প্রায় দেড় গুন বেশি সদ্যোজাতকে ওই পরিকাঠামোর মধ্যেই চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বেশকিছু নমুনা নিয়ে তা পরীক্ষা করে কলেজের মাইক্রো বায়োলজি বিভাগ। তাতেই এসএনসিইউ-এর ভেতরে ওই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ওই বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করা এক চিকিৎসক জানান, ওই ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকলে গোটা ইউনিট পরিশোধন করা ছাড়া সেখানে চিকিৎসা সম্ভব নয়। মেঝে, দেওয়াল, কাঁচের মধ্যেও ওই ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে। (পৃ. ২)

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ট্রেনের ধাক্কায় ২ যুবকের মৃত্যু হল, জখম আরও ১। ঘটনা পুরুলিয়া স্টেশনের পাশে। গতকাল রাত্রে দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা শাখার পুরুলিয়া স্টেশনের পাশেই থাকা বিদ্যুৎ বিভাগের একটি বিল্ডিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ২যুবককে ধাক্কা মারে ভুবনেশ্বর-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ জনের। আশংকা জনক অবস্থায় ১জনকে প্রথমে পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ও পরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। মৃতদের বাড়ি পুরুলিয়ার কেন্দা থানা এলাকার বেলডি গ্রামে ও বাঁকুড়ার রায়পুরে তাদের নাম বিকাশ সিং সরদার ও দীপঙ্কর সরদার। আহত ব্যক্তির [redacted] সরদার তার বাড়ি কেন্দা [redacted]গ্রামে। রেল পুলিশ সূত্রে [redacted]ল রাত্রে এই ৩জন তাদের [redacted]পাতে আসে পুরুলিয়া স্টে[redacted]ময় ৩নম্বর প্ল্যাটফর্মের প[redacted]ৎ বিভাগের বিল্ডিংয়ের প[redacted]১.৪৫মিনিট নাগাদ ভুবনেশ্[redacted]ট্রেন পুরুলিয়া স্টেশনে ঢোকা[redacted] ধাক্কা মারে। পরে পুরুলিয়[redacted]খবর যায় ৩ জন যুবক লা[redacted]ড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি পু[redacted]স আহত ও নিহতদের উদ্ধ[redacted] গভর্নমেন্ট মেডিকেল ক[redacted]। সেখানেই ২জনকে মৃত [redacted] হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা। এই অভযোগ তুলে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাগ্দা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সোমবার বাগ্দা থেকে গোপালপুর পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করল তৃণমূল।

রিনিউয়াল হয়নি, বন্ধ ডিজিটাল এক্সরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে পুরুলিয়া দেবেন মাহাত সদর হাসপাতালের ডিজিটাল এক্সরে পরিষেবা। যে কারণে সমস্যায় পড়েছেন রোগীরা। যদিও ম্যানুয়াল এক্সরে চালু আছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে জটিল রোগের ক্ষেত্রে ডিজিট্যাল এক্সরে করাতে এসে ফিরে যাচ্ছেন রোগীরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরুলিয়া দেবেন মাহাত সদর হাসপাতালের এই এক্সরে পরিষেবা ইউনিটটি পিপিপি মডেলে চলে। দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণের বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরে বার বার জানানো হলেও এ বিষয়ে দপ্তরের তরফে সেভাবে তড়িঘড়ি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে গত ৭ দিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে ডিজিট্যাল এক্সরে পরিষেবা। মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি সুকোমল বিষয়ী এ বিষয়ে বলেছেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। যা ইতিমধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

এক পা এগিয়ে থাকল বিজেপি

প্রথম পরীক্ষাতেই ডাহা ফেল 'ইন্ডিয়া' জোট। চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তিনটিতেই ধরাশায়ী কংগ্রেস। স্বান্তনা পুরস্কার শুধুমাত্র তেলেঙ্গানা। দক্ষিণে সুবিধা করতে না পারলেও হিন্দিবলয়ে পদ্মের বাড়বাড়ন্ত। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির রিপিট। রাজস্থান আর ছত্তিসগড় কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিজেপি ২৪ -এর লড়াইয়ে এক পা এগিয়ে রইলো। আগের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রীত্বের অভ্যন্তরীণ লড়াই থামাতেই হিমসিম খেয়েছিলো কংগ্রেস হাইকমান্ড। তারপর পাঁচ বছর জুড়ে একের পর এক দূর্নীতির অভিযোগে জেরবার কংগ্রেস লড়াই করলেও রাজ্যপাট ধরে রাখতে ব্যর্থ। ছত্তিশগড়েও জনগনের আসা রক্ষায় অসফল কংগ্রেস। যদিও 'ইন্ডিয়া' শিবিরের অভিযোগ - যে রাজ্যে ক্ষমতায় নেই, সে রাজ্যেই 'ই ডি', 'সি বি আই' কে ব্যবহার করেছে কেন্দ্রের শাসকদল। বিরোধী নেতাদের জেলে পাঠিয়ে জনসমক্ষে বিরোধীদের ইমেজ দূর্বল করা বিজেপির ক্ষমতা দখলের কৌশল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অবশ্য এই তত্ত্ব মানতে নারাজ। তাঁদের মতে কংগ্রেস আগের চাইতে সক্রিয় হলেও তাদের এজেন্ডা পরিস্কার নয়। বিভিন্ন রাজ্যে পরস্পর যুযুধান দুই দলকে ইন্ডিয়া জোটে সামিল করা যে ভুল হয়েছিল সে কথা জনান্তিকে কংগ্রেস নেতারাও স্বীকার করছেন। বিজেপি বিরোধী জোটের প্রয়োজন থাকলেও 'ইন্ডিয়া' জোট কে পর্বতের মুষিক প্রসব বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দলগুলির নিজেদের মধ্যে না আছে নীতির মিল, না কর্মসূচীর। তাই এই জোট নিয়ে বর্তমানে মহাশক্তিধর বিজেপির মোকাবিলা করা যে সম্ভব নয়, তার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলো তিন রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল। অন্যদিকে এই বর্ধিত জনসমর্থন বিজেপিকে লোকসভা নির্বাচনের আগে বাড়তি অক্সিজেন জোগালো। দক্ষিণে পিছিয়ে থাকলেও দেশের বাকি অংশের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করেই আরো একবার দিল্লির মসনদ দখলের আশা করছে বিজেপি। বিপর্যয় সামাল দিতে তড়িঘড়ি জোটের বৈঠক ডাকা হলেও লোকসভা ভোটের আগে পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান কারী বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে এককাট্টা করতে কতটা সফল হয় কংগ্রেস, সেটাই দেখার।

আপনিও হয়ে যান Whats App রিপোর্টার।

আমাদের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউবে নজর রাখুন।

আমাদের Whats App নম্বর

৯২৩২৬৬৬২৯৯

৭০৯৮১২৬৩০০

গা বাঁচাতে ব্যস্ত কাউন্সিলাররা

(১ম পৃষ্ঠার পর) যে সমস্ত পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করবে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে এই সমস্ত কর্মীদের বেতন প্রদান করতে হবে।

নবেন্দুবাবুকে প্রশ্ন করা হয়, বিগত বোর্ডগুলিতে কীভাবে বেতন দেওয়া হত? উত্তরে তিনি জানান, বিগত দিনে মিউটেশন, বিল্ডিং প্ল্যান, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি আরও বিভিন্ন পরিষেবামূলক কাজগুলি পৌরসভার নিজস্ব এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। সম্প্রতি পৌরসভার অধিকাংশ পরিষেবামূলক কাজ অনলাইন হয়ে গিয়েছে। ফলে নিজস্ব তহবিলে টান পড়েছে। এছাড়াও বিগত দিনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অন্য তহবিলের টাকা থেকে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া হয়েছে বলেও এদিন সরাসরি দাবি করেছেন নবেন্দুবাবু। যা বর্তমান অনলাইন পরিষেবার যুগে আর কোনওভাবেই সম্ভব নয় বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, বিগত বোর্ডগুলিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ হয়েছে পৌরসভার বিভিন্ন দপ্তরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রুপ ডি স্টাফ প্রচুর পরিমাণে নিয়োগ করা হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কাজের নিরিখে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। দাবি পৌর প্রধানের। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ইলেকট্রিক্যাল বা জলের সাপ্লাই বিভাগে কিম্বা অনলাইন কাজের জন্য পৌরসভায় টেকনিক্যাল লোকের বিশেষভাবে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা নেই। তাছাড়া বিপুল সংখ্যায় অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অধিকাংশ কর্মীরা কাজ না করেই বেতন তুলছেন বা তোলেন। এ রকম প্রমাণও তাঁদের হাতে এসেছে বলে দাবি পৌরপ্রধানের। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ছাঁটাই করতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছি। কারণ সরকারি নির্দেশ মতো নিজস্ব তহবিল যোগাড় করা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। সোমবার পৌরসভায় যে বৈঠক হয় তাতেও একপ্রকার ভবিষ্যতে বিভিন্ন দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাইয়ের বিষয়ে যে শীলমোহর দেওয়া হয়েছে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে পৌরসভার এক সূত্রে।

তবে পৌরসভার বর্তমান কর্মী ছাঁটাই বিষয়ে শাসক-বিরোধী বর্তমান কোনও কাউন্সিলারই বিশেষভাবে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তাহলে এরা কি দায় এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলছেন, প্রশ্ন উঠছে সে রকমই। কারণ স্বয়ং পৌরপ্রধান নবেন্দু মাহালী সহ বিজেপি-র জেলা সভাপতি বিবেক রাঙা, বিজেপি-র জেলা সহ সভাপতি গৌতম রায় এবং প্রাক্তন সিপিআইএম কাউন্সিলার মিতা চৌধুরীও সরাসরি অভিযোগ করেছেন ২০১০ সাল থেকে বিভিন্ন বোর্ডে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের অনুমতি সাপেক্ষে এবং ফাইনান্স কমিশনের কোনওরকম অনুমোদন ছাড়াই অনৈতিকভাবে ওয়াডে ওয়ার্ডে গুচ্ছ গুচ্ছ অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করেছেন কাউন্সিলাররা। অন্যদিকে ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা একপ্রকার নির্ভীকভাবে পৌরসভার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন জারি রেখেছেন। পৌর নাগরিকদের একাংশের দাবি, দায় কর্মীদের নয়, বরং ছাঁটাই হয়ে তারা আজ বেকার হয়ে গেছেন। একই অভিযোগ বিজেপি-র জেলা সভাপতি বিবেক রাঙারও। তিনি বলেন, অনৈতিকভাবে শাসকদলের কাউন্সিলাররা বিগত বেশ কয়েকটি বোর্ড ধরে পৌরসভার বিভিন্ন দপ্তরে গুচ্ছ গুচ্ছ কর্মী নিয়োগ করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কাউন্সিলার তো বিজেপির-ও রয়েছে। তাদের ভূমিকা কী? যদিও নিজেদের কাউন্সিলারদের সর্বৈব নির্দোষ বলে দাবি করেছেন বিবেকবাবু। তিনি বলেন, বিরোধী হিসেবে কোনও কথারই গুরুত্ব পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। তাছাড়া আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব বোর্ড পরিচালন করছেন যারা তাদেরই। গৌতম রায় অবশ্য জানিয়েছেন, কাজ হারানো কর্মীদের পাশে দলীয়ভাবে দাঁড়ানো হবে। তাদের সাথে প্রতিবাদে সামিল হবে বিজেপিও।

বন্ধ এসএনসিইউ বিভাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এমনকি ওই ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকাকালীন সেখানে সদ্যোজাত রাখা হলে তা ভয়াবহ আকার নিতে পারে। এসএনসিইউ বিভাগের চিকিৎসক প্রদীপ কুমার ভকত বলেন, এখনো ওয়ার্ডের পরিশোধন শুরু করা সম্ভব হয়নি। তবে খুব তাড়াতাড়ি তা করা হবে। এ বিষয়ে পুরুলিয়া দেবেন মাহাত মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি সুকোমল বিষয়ী বলেন, বিভিন্ন ওয়ার্ডেরই মাঝে মাঝে রুটিন পরীক্ষা করা হয়। সেরকমই এসএনসিইউ বিভাগেরও রুটিন পরীক্ষার সময়ই বিষয়টি ধরা পড়ে। ওই রিপোর্ট আসার পরই সদ্যজাতদের হাসপাতালে ভর্তিতে নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ভর্তি রাখা হচ্ছে না। তবে এসএনসিইউ বিভাগে রোগী ভর্তি বন্ধ রয়েছে এমন বলা ঠিক হবে না। কারণ হাসপাতালের নিউ নোটাল ওয়ার্ড, স্টেপ ডাউন ওয়ার্ড সহ একাধিক ওয়ার্ডে এসএনসিইউ এর মতো পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তড়িঘড়ি সেই রকম পরিকাঠামো অস্থায়ীভাবে করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ওই ওয়ার্ডে যেসব সদ্যোজাত ভর্তি ছিল তাদের হাসপাতালেরই অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। এসএনসিইউ এর পরিশোধনের কাজ খুব দ্রুত শুরু করা হবে। ওই কাজ হওয়ার পরও প্রায় ৭২ ঘন্টা গোটা ইউনিট সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে। তারপর ফের পরীক্ষা করা হবে। তাতে ওই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি না পাওয়া গেলে পুনরায় আগের মতো চালু করা হবে। এমএসভিপি আরও বলেন, অনেক সময় জরুরী প্রয়োজন ছাড়াও অনেক সদ্যোজাত হাসপাতালে ভর্তি থাকে। সেরকম ভর্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ টানা হয়েছে। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া এখন ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না।

প্রাণে মারার চেষ্টা, গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়পুর ঃ বধূকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার বাবা ও ছেলে। ধৃত শঙ্কর গরাঁই ও তার ছেলে উত্তমের বাড়ি পুরুলিয়ার কেন্দাতে। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার জয়পুরের পুন্দাগ স্টেশন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার পুরুলিয়া আদালতে তোলা হলে তাদের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক বলে জানিয়েছে পুলিশ। ওই ঘটনায় আরো একজন অভিযুক্ত। তিনি পলাতক। তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার উত্তমের স্ত্রী মামনি গরাঁই পুলিশের কাছে ওই তিনজনের বিরুদ্ধে নালিশ জানান। স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪সালে পুরুলিয়ার কাশিপুরের মেয়ে মামনির সাথে উত্তমের বিয়ে হয়। পরের বছর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন ওই দম্পতি। মামনির অভিযোগ, সেই থেকে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার উপর অত্যাচার শুরু করেন। মাঝে স্বামীর হাতে রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তিও থাকতে হয়েছে, অভিযোগ ওই মহিলার। পুলিশ জানিয়েছে,উত্তম পেশায় রেলকর্মী। পুন্দাগ স্টেশনে কর্মরত তিনি। মামনির দাবি,কয়েকদিন থেকে পুন্দাগে স্বামীর কোয়ার্টারে ছিলাম। বুধবার শ্বশুর মশাই সেখানে এলে স্বামী ফের আগের মতো মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ তার। রেহাই পেতে বৃহস্পতিবার পুন্দাগ স্টেশনে ট্রেন ধরে বাপের বাড়ি যেতে চাইলে শ্বশুরমশাই পিছু পিছু এসে একটি চলন্ত ট্রেনের সামনে ধাক্কা দিয়ে তাকে ও তার ছোট্ট মেয়েটাকে খতম করার চেষ্টা চালান বলে অভিযোগ। মামনির দাবি, কাছে থাকা কয়েকজন যাত্রীর সহায়তায় বরাত জোরে রক্ষে পান।

AFFIDAVIT

I, Sk Mujibar Rahaman, S/O- Sk Taimus Ali, Resident of Vill.+ P.O.-Hutmura, P.S.- Purulia (M), Dist.-Purulia (W.B.), I do hereby declare with the affidavit before In the Court of Executive Magistrate Purulia, that my actual name is Sk Mujibar Rahaman. But in my Driving Licence No. WB-3719950010765 my name has wrongly been written as Sk Mujibar. I do hereby declare That Sk Mujibar Rahaman & Sk Mujibar is same identical person.

৬ মাসেই নব নির্মিত রাস্তার বেহাল দশা, উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলরামপুর ঃ ২০২৩ সালের ২৮ মার্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে গোটা রাজ্যের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকেও পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বহু ঢালাই রাস্তা নির্মাণ কাজের সূচনা হয়। যার মধ্যে একটি ছিল বলরামপুর ব্লকের বড় উরমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নামশোল থেকে রাইমল বড় ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার ঢালাই রাস্তাটির নির্মাণ। নির্মাণ কাজ শেষ হয় দুমাস পরে, ২০ মে ২০২৩। হিসেব বলছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত এই ঢালাই রাস্তাটির নির্মাণ মাত্র ৬ মাস আগে সম্পন্ন হয়েছে। অথচ সদ্য নির্মিত রাস্তার হাল এরই মধ্যে কঙ্কালসার। বড় বড় দাঁতের মত পাথর উঠে এসেছে রাস্তার যত্রতত্র। কোথাও কোথাও রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশের ঢালাই বসে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ফাটল। যত্রতত্র দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে

রয়েছে নব নির্মিত রাস্তাটি বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুনগত মান নিয়ে রীতিমত প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। কেউ কেউ বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের পথশ্রী প্রকল্পের বাস্তবায়নে পরিদর্শনের অভাব রয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বাসিন্দাদের কারো কারো প্রশ্ন, 'এই ঢালাই রাস্তাটি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন তুঘলকিপনা নেই তো?' প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কেন? স্থানীয়দের দাবি, ১৪৫০ মি. দীর্ঘ এই রাস্তাটি নির্মাণে যেখানে সরকারি কোষাগার থেকে ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, সেখানে সারাদিনে এই রাস্তা দিয়ে গড়ে ৫৩ জন মানুষও যাতায়াত করেন কি না সন্দেহ। রাস্তা ধরে গেলে কেবলমাত্র হনুমাতা ড্যামের জল দেখা যায়। তাও আবার বর্ষার সময় থেকে পৌষের শুরু। অন্য সময় ড্যামের জলস্তর অনেক নীচে নেমে আসে। স্থানীয়রা বলছেন, এই রাস্তার পাশেই নামশোল থেকে আমরুহাঁসা হয়ে তেঁতলো যাওয়ার রাস্তাটি এলাকার ব্যস্ততম রাস্তাগুলির মধ্যে একটি। অথচ সেই রাস্তাটি আজও বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ করে সরকারি তহবিলের অপচয় করা হয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুরস্কৃত উজ্জ্বল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলরামপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০২৩-এর রাজ্য পুরস্কার সম্মান পেলেন জেলার বলরামপুরের বাসিন্দা মুক ও বধির যুবক উজ্জ্বল মাহান্তি। শনিবার কলকাতার মহাজাতি সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলরামপুরের এই মুক ও বধির যুবকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সরকারের একগুচ্ছ উচ্চপদস্থ আধিকারিক। জানা গিয়েছে, মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্য সরকার প্রতি বছর এ ধরনের পুরস্কার প্রদান করে। দপ্তর সূত্রে খবর, 'অসামান্য স্বনিযুক্ত ব্যক্তি' এই বিভাগে রাজ্য সরকার এ বছরের পুরস্কার উজ্জ্বল মাহান্তির হাতে তুলে দিয়েছে।

পর্যটক টানতে অযোধ্যায় মাশরুম বিপনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঘমুন্ডি ঃ শীতের মরসুমে আরো পর্যটক টানতে অযোধ্যা পাহাড়ে সূচনা হল মাশরুমের বিপনী। শুক্রবার হিলটপে সেটির সূচনার সময় বিডিও (বাঘমুণ্ডি) আর্য তা, উদ্যানপালন পরামর্শদাতা শচীনন্দন মাঝি, ওসি (বাঘমুণ্ডি) রজত চৌধুরী, অযোধ্যা রেঞ্জের আধিকারিক মনোজ মজুমদার প্রমুখ ছিলেন। ওই বিপনীর কর্মকর্তাদেরও অনেকে ছিলেন।

ওই বিপনীসূত্রে দাবি, ন্যায্য দাম দিয়ে বিপনী থেকে মাশরুম দিয়ে তৈরী চপ, পকোড়া, আচারের মতো আরো নানা পদ মিলবে। যেগুলি বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের কাছে টানবে বলে দাবি। প্রশাসনসূত্রে খবর,অযোধ্যা পাহাড়ে মাশরুম চাষের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কাজে স্থানীয় স্বনির্ভরদলগুলির মহিলাদেরও যুক্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিডিও। তিনি বলেন, এতে কিছু লোকজন কাজও পাবেন। একই সঙ্গে এখানকার মাশরুম বাইরে পাঠানো গেলে এলাকার আর্থিক ব্যাপারটাও চাঙ্গা হবে।

শচীনন্দনের কথায়, এই কাজে উদ্যানপালন দফতর ইতিমধ্যেই সাহায্যের

হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে এলাকার অনেকেই ওই লাভজনক চাষে উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছেন।

পাহাড়ের হোটেল ব্যবসায়ীদের কয়েকজনের দাবি, পর্যটকদের অনেকেই মাশরুম দিয়ে তৈরী বিভিন্ন পদের খোঁজ করেন। স্থানীয় ভাবে পাহাড়ের কোথাও টাটকা মাশরুম মিলবে কিনা তাও জানতে চান। পাহাড়ে মাশরুম চাষের পাশাপাশি সেখান থেকে রকমারি পদ মিললে তাদের সেই চাহিদা অনেকটাই মিটবে বলে দাবি তাদের।

শীতের সময়ের পাশাপাশি বছরের অন্য সময়েও এখন অযোধ্যা পাহাড় জুড়ে ইতিউতি ভিড় জমে পর্যটকের বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় লোকজন। কয়েকজন পর্যটকের কথায়,পাহাড়ে বসে পাহাড়ে চাষ করা মাশরুম দিয়ে তৈরী নানা পদ। ব্যাপারটাই আলাদা।

পাম্প খারাপ, পানীয় জলের সমস্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝালদা ঃ পুরানো ঝালদা গ্রামে দুটি সোলার পাম্প খারাপ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসীরা। ঝালদা-১ ব্লকের ঝালদা-দড়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুরানো ঝালদা গ্রাম। ওই গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ব্লক প্রশাসন থেকে ধাপে ধাপে দুটি সোলার পাম্প বসানো হয়েছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরে তা খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে পুনরায় সেই জলকষ্ট দেখা দিয়েছে গ্রামে।গ্রামবাসীরা বলছেন, বিষয়টি নিয়ে বারবার বলা সত্ত্বেও অকেজো জলের পাম্প সারানোর কোন উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। স্থানীয় বাসিন্দা পরী রাজোয়াড়, গণেশ রাজোয়াড়রা জানান, প্রায় এক বছর হয়ে গেল গ্রামের দুটি সোলার

পাম্পই খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। গ্রামে শতাধিক পরিবার রয়েছে। পানীয় জলের জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। অবিলম্বে সোলার পাম্প দুটির মেরামতি করে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা বনলতা রাজোয়াড় বলেন, দ্রুত পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা করা হবে।

বাড়ির সামনে থেকে চুরি গাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোটশিলা ঃ বাড়ির সামনে থেকে চুরি হয়ে গেল আস্ত একটা চারচাকা গাড়ি। ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোটশিলা থানার ডুড়গু গ্রামে। একইসঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীরা। গত ২ ডিসেম্বর রাতের ঘটনা। কোটশিলা থানার ডুড়গু গ্রামের চারচাকা একটি পিকআপ ভ্যানের মালিক প্রকাশ কুমার জানান, প্রতিদিনের মতো ওইদিন রাতেও গ্রামের নিজের বাড়ির সামনে পিকআপ ভ্যানটি রেখেছিলাম। তাঁর অভিযোগ, সকালে উঠে দেখি গাড়িটি নেই। খোঁজখবর শুরু করি। আশপাশের সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখি রাত ১ টা নাগাদ গাড়িটি পুরুলিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। প্রকাশ বাবু বলেন, লোন নিয়ে কেনা হয়েছে গাড়িটি। এখনও কিস্তি চলছে। ঘটনায় রীতিমত ভেঙে পড়েছেন প্রকাশ কুমার। পরদিন, অর্থাৎ ৩ তারিখেই কোটশিলা থানায় অভিযোগ করা হলে ঘটনাস্থলে এসে কোটশিলা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

অন্যদিকে গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বরূপ মাহাত জানান, এই ভাবে রাতের অন্ধকারে বাড়ির সামনে থেকে এতবড়ো একটি গাড়ি চুরি হওয়ায় আমরা আতঙ্কে রয়েছি। তাই আমরা চাই পুলিশ সঠিক তদন্ত করে গাড়িটি উদ্ধার করুক।

জেলার কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রই ডাক্তারবিহীন থাকবে না ঃ সিএমওএইচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ জেলার কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রই আর ডাক্তারবিহীন থাকবে না। কমপক্ষে একজন করেও চিকিৎসক থাকবেন জেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বৃহস্পতিবার জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক হয়েছে। জেলাশাসক এই কমিটির চেয়ারম্যান। সেখানে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, জেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক দিতে হবে। কমপক্ষে যেন একজনও চিকিৎসক থাকেন তার ব্যবস্থা করতে হবে বলেও ওই বৈঠকে তিনি পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন বলে জানান পুরুলিয়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অশোক বিশ্বাস।

দীর্ঘ সময় ধরে জেলার আড়ষা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের অভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা চরম বেহাল। সমস্যার সমাধানে দিন কয়েক আগে, ২৯ নভেম্বর এক চিকিৎসককে সেখানে নিয়োগ দেয় সরকার। কিন্তু বৃহস্পতিবার - ই নব নিযুক্ত চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতি পুনর্মুসিকভব। আড়ষা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় প্রায় দেড়শো থেকে দুশো রোগীর চিকিৎসা করছেন কেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট। এই বিষয়ে

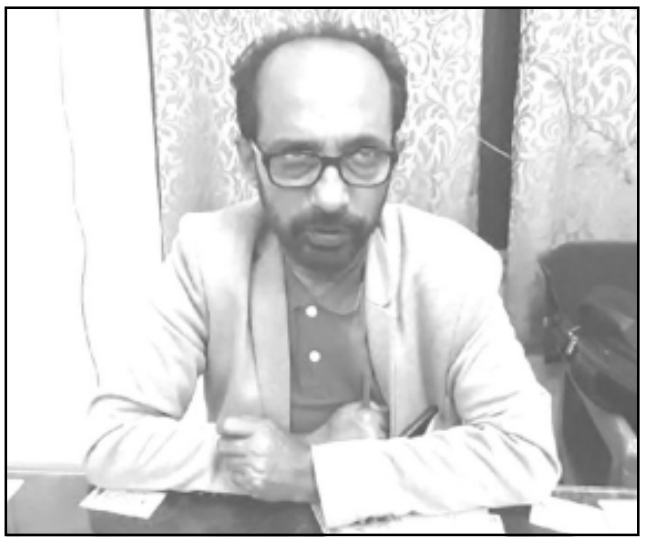

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলা হয় শুক্রবার। ঘটনা শুনে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'এমনটা তো কোনভাবেই হওয়া উচিত না'। এরপরই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অশোক বিশ্বাস বৃহস্পতিবারের এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে জানান, এরপর থেকে জেলার কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রই ডাক্তারবিহীন থাকবে না। তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর পুরুলিয়া জেলায় ৫৩ জন চিকিৎসকের নিয়োগের তালিকা পাঠিয়েছে। যার মধ্যে ৪১ জন ইতিমধ্যেই কাজে যোগও দিয়েছেন। আড়ষার বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখছেন বলেও জানান মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। তাঁর আরো বক্তব্য, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাইরেক্টরেট তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, জেলার যেখানে যেখানে চিকিৎসকরা তাঁদের নিজস্ব নিয়োগের অবস্থান থেকে অন্যত্র নিযুক্ত রয়েছেন, অবিলম্বে তাঁদের পুনরায় নিজস্ব অবস্থানে, অর্থাৎ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে হবে। জেলাতে এই সংখ্যাটা গোটা ২০ থেকে ২৫-এর মত বলে মত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অশোক বিশ্বাসের আরো বক্তব্য, অবিলম্বে খোঁজ নিয়ে দেখছি কোথায় ফাঁকা পড়ে রয়েছে। আপতকালীন ভিত্তিতে যেখানে উদ্বৃত্ত ডাক্তার রয়েছে সেখান থেকে তুলে ফাঁকা স্থানে দেওয়া হবে। আর যাঁরা অ্যাপোয়েন্টমেন্টের পরেও জয়েন করেন নি, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে তদ্বির করে তাঁদের পরিবর্তে নতুন চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হবে বলেও এদিন আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলরামপুর ঃ পুরুলিয়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে রবিবার বলরামপুর শহরে দুর্ঘটনা এড়াতে একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করল বলরামপুর থানার পুলিশ।পথ নিরাপত্তা বিষয়ক একটি সচেতনামূলক পদযাত্রার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি এদিন পালিত হয়। মূলত দুর্ঘটনা এড়াতে মানুষকে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন করা হয় বলে বলরামপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের পদযাত্রাটি এদিন বলরামপুর থানা থেকে শুরু হয়ে পুরোনো পোস্ট অফিস মোড়, বাস স্ট্যান্ড, চকবাজার ঘুরে পুনরায় থানাতে এসে শেষ হয়।

অফিস ও আবাসন সংস্কারে বরাদ্দ ১৬ লক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ জেলা পরিষদে কর্মাধ্যক্ষদের অফিস রুম এবং আবাসন নতুনরূপে সাজিয়ে তোলার জন্য বরাদ্দ হল প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। নতুন করে রং করার পাশাপাশি লাগানো হবে নতুন পর্দাও। সেইসঙ্গে নতুন ফার্নিচারও দেওয়া হবে রুমগুলিতে।

পুরুলিয়া জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ সুমিতা সিংহ মল্ল বলেন, কর্মাধ্যক্ষদের অফিস রুম গুলি সত্যি সংস্কার প্রয়োজন। যে কেউ রুমগুলিতে গেলেই তা বুঝতে পারবেন। দীর্ঘদিন ওই রুমগুলি সংস্কার হয়নি। তাই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ওই রুমগুলি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কর্মাধ্যক্ষদের কাছে বিভিন্ন কাজ নিয়ে অনেকেই আসেন। অনেক সময় জেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরাও বিভিন্ন কাজ নিয়ে কর্মাধ্যক্ষদের কাছে আসেন। তাই রুমগুলি সুন্দর করে সাজানো থাকলে কাজের পরিবেশ আরো ভালো হবে। পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য অর্জুন মাহাত বলেন, কর্মাধ্যক্ষদের রুমগুলি সংস্কার করা হবে বলে শুনেছি। তবে জেলা পরিষদের সাধারণ সদস্যদের সেভাবে বসার জায়গা ছিল না। তাদের বসার জন্য জায়গা করা হয়েছে। এ বিষয়ে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হংসেশ্বর মাহাত বলেন, ৯ জন কর্মাধ্যক্ষের অফিস রুমের পাশাপাশি জেলা পরিষদ ভবনেই থাকা তাঁদের আবাসন সংস্কার করা হবে। নতুন করে রঙ করার পাশাপাশি নতুন ফার্নিচার আনা হবে। অফিস রুমগুলিতে চেয়ারের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যাতে কর্মাধ্যক্ষদের কাছে আসা মানুষজন সেখানে বসার সুযোগ পান। এই কাজের জন্য মোট ১৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই কাজের টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে। পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা পরিষদ অফিস চত্বরেই আলাদা একটি বিল্ডিং এ পুরুলিয়া জেলা পরিষদের ৯ জন কর্মাধ্যক্ষের রাত্রিযাপনের জন্য একটি করে রুম বরাদ্দ রয়েছে। জেলার দূরদূরান্ত থেকে সদর শহরে আসা কর্মাধ্যক্ষরা বাড়ি ফিরে যেতে না পারলে যাতে সমস্যায় না পড়েন তার জন্যই রয়েছে আবাসন। সেই থাকার রুমগুলিও দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ ছিল কর্মাধ্যক্ষদের। নতুন বোর্ডে অনেকেই নতুন কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন। তারাও রুমগুলি সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছিলেন।

বিক্ষোভ বিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাড়া ঃ একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে শুক্রবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। ঘটনা পাড়া থানার ডুমুরডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। স্কুলে শিক্ষকরা নিয়মিত ও সময়ে আসেননা, মধ্যাহ্নকালীন ভোজনের কোনও সুনির্দিষ্ট সময় বা রুটিন কিছুই নেই, স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা করেনি ইত্যাদি একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে বিদ্যালয়ের মূল দরজা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। যার জেরে স্কুলের সেদিনের পড়াশোনাও ব্যাহত হয়। এরপরই শনিবারও বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক বিদ্যালয়ে না পৌঁছনোয় আবারও ব্যাপক ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় অভিভাবকরা। তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে অবশ্য পাড়া থানার পুলিশ ও প্রশাসন পরিস্থিতির সামাল দিতে ছুটে আসে। তাদের আশ্বাসে অভিভাবকরা শান্ত হন। বিক্ষোভরত অভিভাবকদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেন, প্রত্যেকদিনই মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের আলুসেদ্ধ আর খিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। সরকারি তালিকা অনুযায়ী মিড ডে মিলের খাবার দেওয়া হয় না বলে বিস্তর অভিযোগ অভিভাবকদের।

বেগুনকোদরে পুলিশ ইউনিট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোটশিলা ঃ রাস উৎসবের মঞ্চে বক্তৃতা করতে গিয়ে কোটশিলার বেগুনকোদরে একটি পুলিশ ইউনিট খোলার চিন্তাভাবনার কথা শোনালেন পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ তিনি বেগুনকোদরে আসেন। সঙ্গে জেলা পুলিশের আরো কয়েকজন পদস্থ আধিকারিকও ছিলেন। পুলিশ সুপার জানান, এই বিস্তীর্ন জনপদের গুরুত্ব অনেকটাই আলাদা। একদিকে ঝালদা, উল্টোদিকে আড়শা তাই অযোধ্যা পাহাড় লাগোয়া বেগুনকোদরে একটি পুলিশ ইউনিট খোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

স্থানীয় লোকজনের একাংশের সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে, মাঝে এলাকা থেকেও এই দাবি উঠেছিল। তবে পরে সেটা থিতিয়ে যায়। তবে ফের খোদ পুলিশ সুপারের মুখে পুলিশ ইউনিট খোলার চিন্তাভাবনার বিষয়টি শোনার পর অনেকটাই উচ্ছসিত বাসিন্দারা। বেগুনকোদরের বাসিন্দা তথা বেগুনকোদর পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা কর্মকার বলেন, কাছেপিঠে কোথাও পুলিশের কোন ক্যাম্প নেই। তাই এখানে স্থায়ী ভাবে পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে উঠলে খুবই ভালো হয়।

কিছুদিন আগে অযোধ্যা পাহাড়ের হিলটপে একটি পুলিশ ক্যাম্পের সূচনা হয়। তাতে পর্যটকদের পাশাপাশি এলাকার লোকজনেরাও নিজেদের অনেকটা নিরাপদ মনে করছেন বলে দাবি পুলিশের।

জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নিতুড়িয়া ঃ দুর্গাপুজোর অব্যবহিত পরই খবর চাউর হয় ইসিএল-এর সোধপুর এরিয়ার তিনটি কয়লাখনি অবিলম্বে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যার মধ্যে পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িয়া ব্লকের পারবেলিয়া ও দুবেশ্বরী কোলিয়ারি দুটির নামও রয়েছে। এদিকে এই খবর চাউর হতেই ব্লকের কয়লাখনির শ্রমিক সংগঠনগুলি সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় নামে। বিভিন্ন সময় পথসভা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদও জানায়। সংগঠনগুলির পক্ষে দাবি, বেসরকারিকরণ হলে এই কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ হবে। সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় একজোট হয়ে লড়াই করার উদ্দেশ্যে ব্লকের কয়লাখনির ১০টি শ্রমিক সংগঠন সংঘবদ্ধ হয়ে 'জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি' গঠন করে এক ছাতার তলায় এসেছে। শনিবার দুবেশ্বরী কোলিয়ারির সামনে এই কমিটির নেতা কর্মীরা একত্রিত হয়ে পরবর্তী লড়াইয়ের পদক্ষেপ নির্ধারণে একটি বৈঠক করেন। কমিটির দুই নেতা নবণী চক্রবর্তী ও কানাইলাল চক্রবর্তী বলেন, কোনও অবস্থাতেই কোলিয়ারি দুটি বেসরকারি হাতে যেতে দেওয়া হবে না। আমাদের লড়াই জারি থাকবে। শনিবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নিতুড়িয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তিভূষণ প্রসাদ যাদব। তিনি বলেন, খনি বেসরকারি হাতে গেলে এলাকার জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাটের সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমিকদের বৃহত্তর স্বার্থ দেখা হবে না।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙলেন পৌরপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ টাকা পয়সা দিয়ে এখন আর কোন কিছু ম্যানেজ হবে না। অন্তত আমি চেয়ারম্যান থাকাকালীন টাকা দিয়ে কোন বিষয়ে ম্যানেজ হবে না। আমি হতে দেব না। শনিবার রাতে পুরুলিয়া শহরের রাঁচি রোডে এক কাপড় ব্যবসায়ীর ফুটপাতের অবৈধ নির্মাণ আটকে দিয়ে ব্যবসায়ীকে এইভাবেই প্রকাশ্যে ধমক দেন পুরুলিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান নব্যেন্দু মাহালী। তবে শুধু ওই অবৈধ নির্মাণ ভাঙা নয়, ওই ব্যবসায়ীর দোকানের বিল্ডিং প্ল্যান সহ-অন্যান্য পুর আইন সঠিকভাবে মানা হয়েছে কিনা তাও দ্রুত খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান চেয়ারম্যান। অন্যদিকে শনিবার রাতের পর রবিবার দুপুরেও সদর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার অবৈধ দখলদারদের সরিয়ে দেন পুলিস এবং পুর কর্মীরা।

শনিবার রাতে ভিক্টোরিয়া স্কুল মোড় সংলগ্ন এলাকায় কাপড়ের এক হোলসেল ব্যবসায়ী দোকানের সামনে ফুটপাত ঢালাই করছিলেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি আসেন চেয়ারম্যান। পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিভাস রঞ্জন দাস, পুরুলিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অম্লান কুসুম ঘোষও সেখানে এসে পৌঁছান। সেখানেই ফুটপাতের উপর অবৈধভাবে ঢালাই করার কাজ আটকে দেন চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ওই ব্যবসায়ীকে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। আমি নিজে এসেও সতর্ক করেছিলাম। ওই দোকানের সামনে যেভাবে যানজট হয় এবং অবৈধভাবে জায়গা দখল করে রাখা থাকে তাতে সমস্যা বাড়ে। ওই কাছেই থাকা একটি স্কুলের পক্ষ থেকে বারবার ওই দোকানের বিষয়ে আমাদের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু ওই ব্যবসায়ী কোনও কর্ণপাত করেননি। ঢালাই হয়ে গেলেই ওই গোটা ফুটপাত ওনার হয়ে যাবে। সেখানে আর অন্য কাউকে দাঁড়াতে বা যাতায়াত করতে দেবেন না। এরকম চলতে পারে না। শহরে যে প্রশাসন রয়েছে সেটা সবাইকে বুঝতে হবে। তিনি আরো বলেন চেয়ারম্যান এবং পুলিস আধিকারিকদের আরো অনেক কাজ রয়েছে। দিনরাত অবৈধ দখলদারদের সরাতেই চলে যাচ্ছে। নাগরিকদেরও নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, অনেক ব্যবসায়ী বা অনেকেই ভাবছেন বারবার বলে গেলেও কিছু হবে না। টাকা দিয়ে এসব ম্যানেজ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আর টাকা দিয়ে কোন কিছুই ম্যানেজ হবে না। শহরকে সুন্দর করতে এবং যানজট কমাতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যারা অবৈধভাবে ফুটপাত এবং নর্দমা দখল করে রেখেছেন তারা নিজেরা অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে না নিলে অবিলম্বে তা ভেঙে দেওয়া হবে। শনিবার রাতে অবৈধভাবে ফুটপাতের ওপর ঢালাই করা বন্ধ করতে গেলে ওই ব্যবসায়ী চেয়ারম্যান সহ অন্যানদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। যদিও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি ওই ব্যবসায়ী।

অন্যদিকে শনিবার রাতের পর রবিবার দুপুরে ফের অভিযান শুরু হয়। সদর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালান পুর কর্মী এবং পুলিস। কাউন্সিলর বিভাস রঞ্জন দাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন শহরের অবৈধ দখলদারদের সরানো যখন শুরু হয়েছে, তখন আর থামা হবে না। এটা চলবে।

পুরুলিয়া বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরুলিয়া বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শুক্রবারই জেলাশাসক কার্যালয়ের ট্রেজারি বিল্ডিং-এর সভাগৃহে বইমেলা সংক্রান্ত বৈঠক হয়।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে স্বপন বেলথরিয়া, কীর্তন মাহাত প্রমুখরা জানান, মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন মাঠে এবারের পুরুলিয়া জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সরকারিভাবে ৯০ টি স্টলের কথা বৈঠকে আলোচনা হলেও প্রায় শতাধিক স্টলের ব্যবস্থা এবার করা হবে বলে জানান স্বপন বাবু। তিনি বলেন, গত বছরের বইমেলায় প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। সরকার অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা বাজেট বাড়িয়েছে এবার।

বইমেলা চত্বর থেকে ৫০ ফুট দূরত্বে বইমেলা কমিটির তত্ত্বাবধানেই এবার ফুড পার্ক করা হচ্ছে বলেও জানান স্বপন বেলথরিয়া। তিনি বলেন, বহু দূরদূরান্ত থেকে মানুষ মেলায় আসেন। সারাদিন থাকেন, বিশেষত স্টল হোল্ডাররা। ফুড পার্ক থাকলে তাঁদের সুবিধা হবে।

মোকদ্দমায় 'মধ্যস্থতা', বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ মোকদ্দমায় মধ্যস্থতা বিষয়ে শনিবার শহরের রবীন্দ্রভবনে একটি আঞ্চলিক বৈঠক ও আলোচনা সভা হয়ে গেল। মধ্যস্থতার মাধ্যমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষয়ক এই আলোচনা সভায় এদিন কোলকাতা হাইকোর্টের 'মেডিয়েশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন কমিটির তরফে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি তথা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং অপর প্রাক্তন বিচারপতি সৌমেন সেন। পুরুলিয়া জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবীন্দ্রভবনের এদিনের সভায় পুরুলিয়া জেলা আদালতের সমস্ত বিচারপতি, পুরুলিয়া ও রঘুনাথপুর আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবীরা ছাড়াও জেলাশাসক রজত নন্দা ও জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। পুরুলিয়া জেলা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী হিমাদ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, যে কোন মোকদ্দমা বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ায় যাবার আগে সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার বাদী ও বিবাদী পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে সেই মোকদ্দমা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন সম্মানীয় অতিথিরা। হিমাদ্রী বাবু আরো বলেন, মূলত বিপুল সংখ্যক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বিহীন পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। সেইসমস্ত লিটিগেশন কমাতেই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্ত। মূলত আদালতের হস্তক্ষেপ ও তত্ত্বাবধানেই এইসব নিষ্পত্তিগুলি হয়ে থাকে। বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থায় ঢোকার আগে বাদী ও বিবাদী পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক নির্বাচিত ও নির্ধারিত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি বিষয়ে কমিটি সুপারিশ করে। হিমাদ্রী বাবুর বক্তব্য, দীর্ঘ সময় ধরে এই নিয়ম লাগু থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন কম ছিল। সম্প্রতি নিয়মে কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সরকার ও আদালতও চাইছে বাস্তবে লাগু হোক এই নিয়ম। হিমাদ্রী চট্টোপাধ্যায় জানান, গোটা প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব, আদালতে মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন সহ বিষয়টির বিবিধ দিক নিয়ে বিস্তারে এদিন আলোচনা করেন হাইকোর্টের দুই প্রাক্তন বিচারপতি।

প্রথম তীরন্দাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বান্দোয়ান ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ছিল বহুদিনের। বান্দোয়ানের প্রশাসনিক সভা থেকেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বান্দোয়ান সহ গোটা জেলার মানুষকে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হল শনিবার। জেলায় এই প্রথম তীরন্দাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো বান্দোয়ানের রোলাডি গ্রামে। এর আগে সরকারিভাবে পুরুলিয়া জেলায় কোথাও তীরন্দাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও বান্দোয়ান ব্লক প্রশাসনিক দপ্তরের সহযোগিতায় এদিন থেকেই বান্দোয়ান আর্চারী একাডেমি নামের এই তীরন্দাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি শুরু হল বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির সূচনা হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা।

শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বান্দোয়ান বিধানসভার বিধায়ক রাজীব লোচন সরেন, মানবাজার মহকুমা শাসক অনুজ প্রতাপ সিং, বান্দোয়ান ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রুদ্রাশিস ব্যানার্জি, বান্দোয়ান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিংকু মাহাত সহ বিশিষ্টরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে বিধায়ক রাজিব লোচন সরেন বলেন, আগেই শুরু করার কথা থাকলেও কিছু সমস্যা ছিল। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হলো। এখান থেকে এলাকার স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে যুবক-যুবতীরাও প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে।

এইডস প্রতিরোধে ট্যাবলো ক্যাম্পেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ১ ডিসেম্বর ছিল বিশ্ব এইডস দিবস। রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে মানুষকে সচেতন করতে এদিন দুপুর ১২ টা নাগাদ রাঁচি রোড স্থিত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর থেকে একটি ট্যাবলো ক্যাম্পেনের সূচনা করা হয়। আগামী ২ সপ্তাহ ধরে জেলার সর্বত্র এইডস বিষয়ে সচেতনতার বার্তা প্রচার করবে বলে জানান মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অশোক বিশ্বাস। ওইদিন ট্যাবলো উদ্বোধনে উপস্থিত ডেপুটি সি এম ও এইচ-৪ শক্তিপদ মুর্মু জানান, এইডস প্রতিরোধ করা যায়, এইডস-এর চিকিৎসাও সম্ভব, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এইডস রোগ সম্পূর্ণ নিরাময়ের কোন ওষুধ বা টিকা না থাকায় এই রোগ নিরাময় করা যায় না। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, পুরুলিয়া জেলাতে এই মূহুর্তে ৩৯২ জন এইচ আই ভি পজিটিভ রোগী রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ১৫ জন গর্ভবতী মহিলাও আছেন। বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের এ আর টি সেন্টারে তাঁদের নিয়মিত চিকিৎসা চলছে বলেও জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। অসুরক্ষিত যৌন জীবনচর্যা, অপরিচিত বা সরকারের অনুমোদন বিহীন কোন স্থান থেকে রক্তের আদানপ্রদান, একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে একাধিক রোগীর দেহে ওষুধ বা রক্ত সঞ্চালন এবং গর্ভবতী নারীর সন্তানের মাধমে, মুখ্যত এই চারটি কারনেই এইডস রোগ ছড়ায় বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। দপ্তর আরো জানায়, এই রোগ ছোঁয়াচে নয়, একই পুকুরে স্নান বা একই সাথে খাবার খেলেও এইডস ছড়ায় না। এইডস রোগীদের সামাজিক বয়কট বা হেনস্থা করলে আইনানুগ ব্যবস্থা হিসেবে জেল পর্যন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন সি এম ও এইচ অশোক বিশ্বাস। এদিন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঝুমুর গানের আঙ্গিকে রোগ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেন জেলার লোকশিল্পীরা। এদিনই সকালে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং জেলা এইডস নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পক্ষে রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে একটি র‍্যালি পুরুলিয়া শহর পরিক্রমা করে।

গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোটশিলা ঃ স্ত্রীকে মারধরের পরে নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগের ঘটনায় ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত মিতন মুড়ার বাড়ি কোটশিলার সুপুরডি গ্রামে। শনিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার পুরুলিয়া আদালতে তোলা হলে তার জেল হাজতের নির্দেশ হয়। শনিবার সকালের ঘটনা। পারিবারিক কলহ দিয়ে শুরু। তার মাঝে ওই ব্যক্তি তার স্ত্রী সুমিত্রা মুড়াকে মারধর এবং বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় লোকজন, পুলিশ এবং দমকলের তৎপরতায় আগুন নিভে গেলে রক্ষে পান মহিলা বলে দাবি। সুমিত্রা স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানালে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

কাজ চলছে ১৫ কোটির, আরও ১৪ কোটির প্রস্তাব জেলা পরিষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ১৪ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের জন্য জেলা পরিষদের সদস্যদের প্রস্তাব জমা দিতে বললো পুরুলিয়া জেলা পরিষদ। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ওই টাকা দিয়ে মূলত কালভাট, ম্যারেজ হল, কমিউনিটি হল এবং সোলার পাম্প বসানো যাবে। দ্রুত এ বিষয়ে প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে বলে পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুরুলিয়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হংসেশ্বর মাহাত বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ১৪ কোটি টাকা থেকে প্রায় সব ব্লকেই বিভিন্ন রকমের কাজ করা হবে। এ বিষয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে জেলা পরিষদ সদস্যদের। হংসেশ্বর বাবু আরও বলেন, জেলা পরিষদ সদস্যরা প্রস্তাব জমা দিলেই সে বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। দ্রুত সেই কাজে টেন্ডার করে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে এই ১৪ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। তিনি আরো জানান তবে শুধু এই ১৪ কোটি টাকাই নয়, ইতিমধ্যে প্রায় ১৫ কোটি টাকারও বেশি অর্থের কাজ চলছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ওই টাকা থেকে জেলা জুড়ে ২৬ টি রাস্তা এবং চারটি চেকড্যাম তৈরি করা হচ্ছে। ২৬ টি রাস্তার জন্য ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং চারটি চেক ড্যামের জন্য এক কোট ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই কাজগুলি একাধিক জায়গায় পরিদর্শনও করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে ঠিকাদার সংস্থা ওই কাজগুলি শেষ করে সে বিষয়ে তাদের বলা হয়েছে। হংসেশ্বর বাবু আরও বলেন, এলাকার উন্নয়নের কাজের জন্য ওই নির্দিষ্ট এলাকা থেকেই প্রস্তাব জমা নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে এলাকায় কোন কাজটি বেশি জরুরি সেই ভিত্তিতেই কাজগুলি করা হবে। তিনি আরও বলেন, জেলার সর্বত্রই কাজ হবে। তবে জেলা পরিষদের বিরোধী যে সদস্যরা রয়েছেন তারা কেউ কোনো রকমই যোগাযোগ রাখেন না। জেলা পরিষদের উন্নয়নের কাজের জন্য কোন প্রস্তাবও তারা এখনো পর্যন্ত দেননি। বিরোধী সদস্যরা প্রস্তাব দিলেও তা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বিচার করা হবে বলে জানান হংসেশ্বর বাবু। এ বিষয়ে বিজেপির টিকিটে জিতে আসা পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বাউরী বলেন, জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিরোধী দুজন সদস্যকে এখনো পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। কোন প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথাও বলা হয়নি। তিনি আরো বলেন এর আগে নিজের উদ্যোগেই এলাকার উন্নয়নের কাজের প্রস্তাব জমা দেওয়া চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য হওয়ায় আমাদের কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি।

কর্মীদের বকেয়া বেতনের দাবিতে সাফাই বন্ধ চারদিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : সোমবার পৌরসভার সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতির চতুর্থ দিন সম্পন্ন হল। এদিকে এই চারদিনে সাফাই বন্ধ থাকায় দেশবন্ধু রোড, পিএন ঘোষ স্ট্রীট, বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রেড ক্রশ রোড, এমনকি খোদ শহরের কেন্দ্রস্থল চকবাজার এলাকারও বিভিন্ন স্থানে আবর্জনার স্তূপ ভরে উঠেছে। সমস্যায় পড়ছেন পৌর নাগরিকরা। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকাল থেকে বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দেয় পুরুলিয়া পৌরসভার সাফাই কর্মীরা। এদিন সকালে পুরুলিয়া-বরাকর রোডের গাড়িখানা স্থিত পৌরসভার সাফাই বিভাগের ছাড়ঘরে সাফাই কর্মীরা জমায়েত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেন। সাফাই কর্মীদের মধ্যে সরোজিৎ সামুয়েল, বাসুদেব বাউরি প্রমুখরা বলেন, বিগত দুমাস ধরে তাঁরা বেতন পাননি। পুজোর আগে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন শেষ পেয়েছিলেন বলে জানান তাঁরা। সাফাই কর্মী পিন্টু বাউরি, গণেশ কুম্ভকার প্রমুখরা বলেন, বারবার বেতন বকেয়া পড়ায় চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন তাঁরা। এমনকি মুদি দোকানদার, সবজি দোকানদাররা ধারে সামগ্রী দেওয়াও বন্ধ করেছেন বলে দাবি সাফাই কর্মীদের। কারো কারো আরো অভিযোগ, বেতন বকেয়া পড়ার কারনে ছেলে-মেয়ের টিউশনিও বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। সরোজিৎ সামুয়েল ও বাসুদেব বাউরিরা বলছেন, মাঝে মাঝেই একাধিক মাসের বেতন বকেয়া পড়ছে। সাফাই কর্মীরা আন্দোলন বা কর্মবিরতিতে না গেলে বেতন মেটাচ্ছে না পৌরসভা। এবারও বকেয়া বেতন না পাওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি জারি থাকবে বলে দাবি সরোজিৎ সামুয়েলের।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড পুরুলিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩ আয়োজিত হলো বলরামপুর কৃষক বাজার প্রাঙ্গণে। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত।

Contact : +91 97332 83681 / 7001683032

Palash Kusum

Hotel & Restaurant

Walking distance
from LOWER DAM
Near Laharia Mandir,
AJODHYA PAHAR TOLI
BAGHMUNDI, PURULIA

থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। পিকনিক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ফাঁকা জায়গা ভাড়া দেওয়া হয়। পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক সুলভ শৌচালয় রয়েছে।

Owner, Printer & Publisher - BANANI MAHATO. Published from :- Amdiha Nabapally, Near Deaf and Dumb School, P.O.-Dulmi Nadiha, Dist.- Purulia -723102 (W.B.). Printed At:- Sarna Printers, Sarada Pally, North Lake Road, Purulia 723101(W.B). Editor :- SUMIT RANJAN ROY.

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বনানী মাহাত। **প্রকাশনার স্থান ঃ** আমডিহা নবপল্লী (মুক ও বধির বিদ্যালয়ের নিকটে), পোষ্ট- দুলমী নডিহা, জেলা- পুরুলিয়া - ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও সারনা প্রিন্টার্স, সারদা পল্লী, নর্থ লেক রোড পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক - সুমিত রঞ্জন রায়।**